সাইকোট্রনিক ঃ মগজ ধোলাইয়ের প্রযুক্তি

সলিল কপাট

সাইকোট্রনিক শব্দটা একটা নতুন শব্দ মনে হতে পারে, কোন অভিধানেও এই শব্দটা নেই। কারণ শব্দটা কিছুটা গোপনীয়। শব্দটার উৎপত্তি এই রকম, Psychology থেকে নেওয়া হয়েছে সাইকো এবং electronic থেকে নেওয়া হয়েছে ট্রনিক। আমেরিকান ঢঙে এই দুয়ের মিশ্রনে সৃষ্টি হয়েছে সাইকোট্রনিক। সত্তর দশকের গোড়ায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় স্টানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মনস্তত্ত্ববিদ লরেন্স পিনো, কম্প্যুটর বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল উলফ এবং ডেভিড হল বহু পরিশ্রমের পর একটা কম্প্যুটর নিয়ন্ত্রিত ই. ই. জি (Electroencephalograph) মেশিন বানাতে সক্ষম হন যেটা মানুষের চিন্তা ভাবনা অর্থাৎ একজন মানুষ যে চিন্তা ভাবনা মনে মনে ভাবছে সেটাকে কম্প্যুটারের পর্দায় প্রকাশ করতে সক্ষম। কিন্তু এইরকম একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার রয়ে গেল চূড়ান্ত গোপনীয়। গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌল অধিকার গোপনীয়তা, কলঘরে একজন নাগরিক কি করছে সেটা যেমন গোপনীয় তেমনি একজন নাগরিক কি ভাবছে বা চিন্তা করছে সেটাও অত্যন্ত গোপনীয় এবং সংবিধান এই গোপনীয়তার রক্ষক। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের নেশা ছিল অবৈধভাবে অন্য লোকের কথা শোনা টেলিফোনে টেপ রেকর্ডার বসিয়ে, এফ-বি-আইকে দিয়ে অপরের চিঠি খুলে পড়া ইত্যাদি। মার্কিন গোয়েন্দারা যখন নিকসনকে জানালেন যে সরাসরি মানুষের মাথায় আড়ি পাতার মেশিন আবিস্কার হয়েছে নিকসন তখন আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন এবং নির্দেশ জারী করেছিলেন, এই গবেষনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেই মুহূর্তে যে বৈজ্ঞানিকরা স্টানফোর্ডে ব্রেনওয়েভ প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তাদের গবেষণালব্ধ ফসল দিয়ে দিতে হোলো মার্কিন পরমাণু এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরকে উচ্চতর গবেষনার জন্য।

সত্তরের দশকে রিমোট কন্ট্রোল টেকনোলজি এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তুলে ধরে ইলেকট্রনিকস শিল্পে। মার্কিন প্রতিরক্ষা গবেষণাগারে যারা মানুষের চিন্তায় আড়িপাতা নিয়ে গবেষণা করছিলেন এতদিনে তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন, আড়িপাতা ছাড়া তারা মন নিয়ন্ত্রন অর্থাৎ মাইন্ড কন্ট্রোল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। এবার তারা রিমোট কন্ট্রোল ব্যবস্থায় একটা মানুষের চিন্তা ভাবনা অনেক দূরে থেকে জানতে পারছিলেন। ব্যাপারটা এই রকম ঃ প্রত্যেক মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট বা হাতের ছাপ যেমন আলাদা তেমনি চিন্তার তরঙ্গ ও আলাদা অর্থাৎ একজনের ব্রেন ওয়েভ প্যাটার্ন অন্য একজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কম্প্যুটার রিসিভারে দূরে থেকে ব্রেন ওয়েভ রিসিভ করে তাকে ডিকোডিং করে জানা যায় একটা মানুষ কি ভাবনা চিন্তা করছে, জানা যায় তার অতীতের কার্য্যাবলী। আবার উল্টোদিক দিয়ে দূরে থেকে কম্প্যুটার নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে একটা মানুষকে পরিচালনা করা যায়। এদের বলা হয় zombie এবং যে জোম্বিকে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে সেটা তারা পালন করেন। একজনকে দেওয়া নির্দ্দেশ টেলিফোনের ক্রশ কানেকশনের মত অপরের কাছে যেতে পারে না। একটা সেলুলার

• সমাজকর্মী, নবীন প্রাবন্ধিক।